

## ‘ধর্ম ও বিজ্ঞান : কোথায় সংঘাত ও কেন সমন্বয়ের প্রশ্ন ?’

(ডঃ অভিজিৎ রায়ের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার উপর আলোচনা)

### সুরজিৎ মুখার্জী

আমার লেখা ‘ধর্ম ও বিজ্ঞান : কোথায় সংঘাত ও কেন সমন্বয়ের প্রশ্ন ?’ প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে অভিজিৎ রায়ের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া পড়লাম যাতে লিখেছেন তিনি সেটি আগ্রহ নিয়ে পড়েছেন এবং তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

প্রতিক্রিয়াটির প্রথম কয়েকটি পংক্তি অর্থাৎ চার্চের দ্বারা গ্যালিলিও ও ব্রুনোর উপর অত্যাচারের বর্ণনা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমার কোনই মতবিরোধ নেই বরং মধ্যযুগীয় ধর্মসংস্থানগুলি ও তার পরিচালকমন্ডলির পৈশাচিক কার্যকলাপের দ্বারা মানুষের যে কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তা আমি মুক্ত-মনায় পূর্ব-প্রকাশিত দুএকটি ইংরাজী প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। আর এই প্রবন্ধটিতেও আমি লিখেছি “অতীতে শক্তিশ্রম অত্যাচারী ধর্মপ্রবর্তকদের দ্বারা তৎকালীন যুক্তিসম্পন্ন, বস্তুবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক ও বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের নিপীড়ন আর জগৎ সৃষ্টির মতবাদ বলপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া এবং অনাদিকাল ধরে ও অধুনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বিশ্বব্যাপি মৌলবাদজাত সন্ত্রাস, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদের দ্বারা আশ্রিত পালিত কোটি কোটি টাকার ধর্মীয় ব্যাবসা ইত্যাদি বিবেকবান মানুষদের চিরকালই বিব্রত করেছে ও এখনও করছে।” আমার মত অভিজিৎ বাবুও নিঃসন্দেহে এই বিবেকবান মানুষদের মধ্যে একজন বলে আমি মনে করি।

উনি প্রশ্ন করেছেন, এটা শুনেছি কিনা ‘ইতিহাসের কোন তত্ত্বের জন্য ভূগোলওয়ালারা নির্যাতন করেছে কোন বিজ্ঞানীর উপর?’ এই বাক্যের দ্বারা নিশ্চয়ই এটা বলতে চাওয়া হয়নি যে, তেমনটা যদি হত তাহলে ইতিহাস ভূগোলেও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হত। আসলে এই ওয়ালারাই মনে হচ্ছে আপত্তিকর, কারণ তাঁর লেখার অর্ধেকটা জুড়েই রয়েছে এদের উপর বিষোদগার। সে জন্য আমি এও লিখেছি ‘অন্ধবিশ্বাস, অলৌকিক তত্ত্বসমূহ, চমৎকার, পাপ, পুণ্য, ব্যক্তিগত ঈশ্বর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির আজগুবি সব গল্প, প্রকৃতির ঘটনাবলীর অবাস্তব এবং উল্টোপাল্টা ব্যাখ্যা, মৌলবাদ ইত্যাদি থেকে ধর্মকে মুক্ত করতে হবে আর **স্বার্থান্বেষী, প্রতারক ধর্মপ্রচারকদের অনির্দিষ্টকালীন অবকাশে পাঠাতে হবে।**’ আমি সংশোধন করতে চাই যে নির্যাতন ধর্ম করেনি ধর্মওয়ালারা ও ধর্মের অপব্যবহার করেছে আর তার জন্য ধর্ম ও বিজ্ঞানে সংঘাত বাধানো ইতিহাস ভূগোলের সংঘাতের কল্পনার মতই সরল এবং এর আর কোন জটিলিকরণ হয় না।

এরপর আবার এই কৃত্রিম দ্বন্দ্ব ধর্মের অপব্যবহার, ধর্মের নামে নারীদের উপর অত্যাচার, মহাবিশ্বের প্রাচীন বালখিল্য ধারণা ইত্যাদির অবতারণা, যা আমি আমার উপরিউক্ত উদ্ধৃতিতেই আপত্তি জানিয়েছি, তাই এতে স্পষ্টতঃ আমার কোন মতবিরোধ নেই। আবার এও জানি যে, যে ১৯ জন ‘ধার্মিক’ ৯/১১ এর ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের এরোপ্লেনকে বোমা বানাতে বিজ্ঞানই সাহায্য করেছে ধর্ম নয়। এছাড়া হিরোশিমা-নাগাসাকিতে বিস্ফোরণে কয়েক ঘন্টার মধ্যে ব্রুনো গ্যালিলিওর মত একটি দুটি নয় একসঙ্গে ছয় লক্ষাধিক নিরীহ মানুষের শুধু সংহারই নয় তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপরে সেই পরমানু বীকিরণের অভিশপ্ত ছাপ পর্যন্ত রেখে গেছে ধর্ম নয়, বিজ্ঞানের আবিষ্কার। তবু আমি বিজ্ঞানকে এর জন্য দোষী সাব্যস্ত করিনা কারণ আমি বিজ্ঞান ও তার ব্যবহারকে এক করে দেখিনা, আর আমি অসভ্য পৈশাচিক ধর্মরক্ষকদের ও তাদের হাতে ব্রুনো ইত্যাদির হত্যার ঘটনা ঘৃণার সঙ্গে স্মরণ করি কিন্তু এইসব দাগী আসামীদের কৃতকর্মে ধর্মের উপর আমূল দোষ চাপিয়ে বিষোদগার করা বা সর্বোতভাবে পরিত্যাগ করার মতবাদেও বিশ্বাস রাখিনা।

ক্রিস্টোফার হিচেন্সের গ্রন্থের উদ্ধৃত অংশটি, লেখকের নিজস্ব মতামত।

বিশ্বাস ও অন্ধবিশ্বাসের প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য হয়ত আমার ভাষায় যথেষ্ট পরিষ্কৃত হয়নি তাই কিঞ্চিৎ খুলে বলার চেষ্টা করছি। আমার শিক্ষাদীক্ষায় ভূত, প্রেত, পরি ইত্যাদির অস্তিত্বের কোন যুক্তি অথবা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কোন প্রমাণ আমি দেখি না এবং এরপরেও এগুলিতে আমার বিশ্বাস অবশ্যই অন্ধবিশ্বাস বা ‘অপবিশ্বাস’এর অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু যুক্তিসাপেক্ষে আমার শিক্ষা মঙ্গল গ্রহে পানির অস্তিত্বে বিশ্বাস দিয়েছে তাই কোটি কোটি ডলার খরচ করে তার অনুসন্ধান আমার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। একইভাবে আমার বিশ্বাস পৃথিবী ছাড়াও ব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোন গ্রহে মানুষের চেয়ে বেশী বা কম উন্নত জীব আছে তাই এস. ই. টি. আই প্রকল্পে বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচুর অর্থব্যয়কে আমি অর্থহীন মনে করি না।

আবার স্টিফেন হকিং যখন কিপ থর্নের সঙ্গে বাজী ধরেন যে সিগনাস এক্স-১ নক্ষত্রপ্রণালীতে কোন কৃষ্ণগহ্বর (black hole) নেই তখন এটির অস্তিত্বে চরম বিশ্বাস নিয়েই তা করেন, কারণ তাঁর বহুবছরের গবেষণা তাঁকে এই বিশ্বাস এনে দিয়েছে, আর তিনি শতকরা ৯৫ ভাগ নিশ্চিত হলেও এটা ভালভাবেই জানেন মানুষ যতদিন না এই বস্তুটির সন্দেহাতীত প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারবে ততদিন সেটি তাঁর বিশ্বাস হয়েই রয়ে যাবে কারণ বিশ্বাসটি ভবিষ্যতে সত্যে পরিণত হতেও পারে বা নাও পারে। তাই উদ্ধৃত ডঃ হুমাযুন আজাদ সাহেবের উক্তি ভুল নয়, তবে সামান্য সংশোধন করে বলি ‘যে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই, যার কোন অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়নি, তাতে মানুষকে বিশ্বাস করতে হয়’।

তবে তাঁর উক্তির বাকী অংশ সম্বন্ধে এটা পরিষ্কার ভাবে জানাতে চাই যে, গ্লাস, পানি, মেঘ ইত্যাদি বস্তুসকল আমাদের নাগালের মধ্যে তাই এইসব প্রত্যক্ষ জ্ঞানলব্ধ পদার্থে বিশ্বাসের প্রশ্ন ওঠেনা। কিন্তু মঙ্গল গ্রহে পানি, বুদ্ধিসম্পন্ন অতিপার্থিব জীব (extraterrestrial intelligence), কৃষ্ণগহ্বর ইত্যাদি মিথ্যা বা সত্য না জেনেও বিশ্বাসের প্রশ্ন আসে। একই সাথে পাঠককে এটাও জানাতে চাই যে, ভূত, প্রেত, পরিতে বিশ্বাসের সঙ্গে কৃষ্ণগহ্বরে বিশ্বাসের তুলনা করে সেটাকে এত নিম্নস্তরে নামিয়ে বিজ্ঞানের দূরদৃষ্টিকে অপমান করার প্রবৃত্তি আমার বিন্দুমাত্র নেই। সেই কারণেই ছিল আমার বিশ্বাস ও অন্ধবিশ্বাস বা ‘অপবিশ্বাস’কে পৃথক করার প্রসঙ্গ। এই প্রসঙ্গে আমি সম্প্রতি প্রকাশিত মুক্ত-মনার আর এক জ্ঞানী সদস্য ডঃ মঃ ইউনুস শেখ সাহেবের লেখা প্রবন্ধ “Science and Religion” (<http://groups.yahoo.com/group/mukto-mona/message/48616>) এর প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে কিছুটা তাঁর বর্ণিত বিশ্বাসের কথাই আমি বলতে চেয়েছি।

বিশ্বাস সম্বন্ধে আরও একটি কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছি তা হল, তর্কের খাতিরে ‘আমার বিশ্বাস’ এর পরিবর্তে ‘আমার মনে হয়’ গোছের শব্দের প্রয়োগ যদি বাস্তবিকই ‘প্রমাণসাপেক্ষ ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক অগ্রিম ধারণা (predictive thoughts based on experience and evidence)’ বহন করতে পারে তাহলে এই পরিবর্তনে আমার কোন আপত্তি নেই, তবে তর্কবিদ্যা ব্যাতিত সাধারণ মানুষের কাছে ‘আমার বিশ্বাস সিগনাস এক্স-১ এ কৃষ্ণগহ্বর নেই’ আর ‘আমার মনে হয় সিগনাস এক্স-১ এ কৃষ্ণগহ্বর নেই’, এই দুটি বাক্যে অর্থের বিশেষ কোন তারতম্য আছে বলে আমার ‘মনে হয়না’। আর অন্ধবিশ্বাস লোপ পেলে কুসংস্কার আপনিই সরে যাবে।

ধর্মের বাণী ঐশী হোক বা মানবিক, লোককথা হোক বা উপকথা, মোল্লার বচন হোক বা সাধুসন্তের তা যদি সত্য হয় সেই ‘সত্যতা’ কোন কিছুর উপরেই নির্ভর করেনা এবং এই সত্য নিজস্ব অধিকারেই সার্বজনীন এবং বিজ্ঞানের মতই এই সার্বজনীনতা দাবী করার প্রয়োজন হয়না। আরও একটি কথা বলে রাখি যে, আমি অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত সাধু-সন্ত, পোপ-পাদ্রী বা ইমাম-মোল্লাদের দৃষ্টি দিয়ে ধর্মকে দেখিনা তাই, ‘বিশ্বাসে মিলায় বস্তু’র মত বস্তুপচা ধর্মের তত্ত্বের থেকে এইসব মূর্খ ধর্মপ্রণেতাদের বোধের বাইরে ধর্মের উচ্চ ও গূঢ় অন্তর্মুখী দর্শনকে অনেক দূরে ও উপরে রাখতে চাই। তাই আমি বলেছি ‘অন্ধবিশ্বাস, অলৌকিক তত্ত্বসমূহ, চমৎকার, পাপ, পুণ্য, ব্যক্তিগত ঈশ্বর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির আজগুবি সব গল্প, প্রকৃতির ঘটনাবলীর অবাস্তব এবং উল্টোপাল্টা ব্যাখ্যা, মৌলবাদ ইত্যাদি থেকে ধর্মকে মুক্ত করতে হবে আর স্বার্থান্বেষী, প্রতারক ধর্মপ্রচারকদের অনির্দিষ্টকালীন অবকাশে পাঠাতে হবে।’

বিজ্ঞানকে হেয় করার উদ্দেশ্য যদি আমার লেখায় প্রতিফলিত হয়ে থাকে তাহলে পাঠকদের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী তবে সত্য হল এই যে বিজ্ঞান ও ধর্ম দুইই আমার চোখে বিভিন্ন সত্যে উপনীত হবার দুটি রাস্তা এদের একটি হল বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সত্যান্বেষণের প্রক্রিয়া আর অন্যটি হল অন্তর্মুখী। দুটোর অপব্যবহার ছাড়া এই দুটি প্রক্রিয়ার কোন দ্বন্দ্ব আমার নজরে পড়ে না বরং সত্যান্বেষণের প্রয়োজনে এক প্রক্রিয়া দিয়ে আর একটির যাচাই অনস্বীকার্য বলে আমি মনে করি।

এই দুয়ের দ্বন্দ্ব তো দূরের কথা এমনকি সত্যান্বেষণে এদের বিভক্ত করারও বিরুদ্ধে ছিলেন বিগত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী নেলস বোর, যখন তিনি কথা প্রসঙ্গে আর এক স্বনামধন্য বিজ্ঞানী ওয়ার্নার হাইসেনবার্গের প্রশ্নের উত্তরে এবং বিজ্ঞানী পল ডিরাকের ধর্মবিরোধী কিছু মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন :

**"Still, religion is rather a different matter. I feel very much like Dirac: the idea of a personal God is foreign to me. But we ought to remember that religion uses language in quite a different way from science. The language of religion is more closely related to the language of poetry than to the language of science. True, we are inclined to think that science deals with information about objective facts, and poetry with subjective feelings. Hence we conclude that if religion does indeed deal with objective truths, it ought to adopt the same criteria of truth as science. But I myself find the division of the world into an objective and a subjective side much too arbitrary. The fact that religions through the ages have spoken in images, parables, and paradoxes means simply that there are no other ways of grasping the reality to which they refer. But that does not mean that it is not a genuine reality. And splitting this reality into an objective and a subjective side won't get us very far."**

তাঁর এই উক্তিতে তিনি এও স্পষ্ট বলেছেন যে ধর্মের লোককথা উপকথা ইত্যাদি ছাড়া প্রাচীন কালে ধর্মগুলির সত্য ব্যক্ত করার কোন উপায়ও ছিলনা তার মানে এই নয় যে সেগুলি সব মিথ্যা।

আমার ‘মনে হয়’ বিজ্ঞান ও ধর্মের প্রকৃত কোন দ্বন্দ্ব নেই বা আনাও উচিত নয় এবং বিজ্ঞানী বোর এর মত অনুযায়ী সত্যকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ (objective) এবং ধর্মের অন্তর্মুখী (subjective) এই দুই পক্ষে বিভক্ত করলে আমরা বেশী দূর এগোতে পারবনা।

---